ভূমিকা

সীমা ব্যানার্জ্জী-রায়

রামধনু রঙ আচমকা ছুঁয়ে যায়

শেষ বেলা জুঁই চিঠি চঞ্চল বড়
অন্ধকার ওপাশে, কি নাম তার,
ক্ষণিকা?

ক্ষণিকা সে নাম হলেও
বড় বেশি পলকা সে মন
তাই তাকে ছুঁয়ে যায়
চঞ্চল জুঁই যে এমন...
কাছাকাছি একমুঠো বাতাস, সেই মনে
নীল চঞ্চল
পলকা কি?
ঝড় আসবেই কাল কি আগামী তে
তাই তাকে ফানুসেই চাই?

আঙ্গিনায় বিস্ময় অজানা চিঠি,
দিন চলে যায়, আধাঁরের সংবাদ গোপনে,
দেহ জানে, সন্ধানী চোখ পাবে কিছু
দিক ও চিহ্ন-এর ছায়া

কী যেন বাদামী নাম...

নাম হোক কনে দেখা গোধূলির
ঘুমন্ত ভূমিকা
মোমবাতির শিখার মত শিরশিরে
এলোমেলো হিমের
চাপা আর্তরবে কোনো পাখি ডুব দেয়
ট্রাফিকের কাফেলা রেস্তোরাঁয়...

-সমাপ্ত-

লেখক পরিচিতিঃ ডালাস বাসিন্দা সীমা ব্যানার্জ্জী-রায় পরিবেশ বিজ্ঞানী। দেশবিদেশে ও ওয়েবদনিু য়ায় আমন্ত্রণ মলক ূ লেখা প্রকাশিত হয়। শুকতারা, ফেমিনা, তথ্যকেন্দ্র, সাপ্তাহিকী বর্তমান, সানন্দা, নবকল্লোল, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, প্রথম আলো, আজকাল, দৈনিক স্টেটসম্যান ও আমেরিকার বঙ্গসম্মেলনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতার বই 'ডগ ও পনি টেল'; বাংলা উপন্যাস: 'মেটামর্ফিক পোর্ট্রেট', অনাবাসী বাঙ্গালিদের সামাজিক জীবন নিয়ে ছোট গল্পের বই, " এন আর বে'র জলসাঘর" ও "অল্প কথায় গল্প"-গল্প সংকলন কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের শব্দ '২০১৬ সাহিত্য সম্মান', জনসমদ্রু ও শব্দ সাঁকো সাহিত্য সংসদ থেকে 'শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন', 'শব্দের ঝংকার' থেকে ২০১৭ উৎসাহী পুরস্কার' ও নন্দনে সাহিত্যসভায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরষ্কারে সম্মানিত হন। ২০১৭ সান্টা ক্লারা NABC তে CAB DISTINGUISHED AWARD-এ সন্মানিত হয়েছেন। ২০১৯ প্রতিলিপি ব্লগে 'দশভুজা' প্রতিযোগীতায় পুরস্কৃত হয়েছেন। কলকাতা বিদ্যুতচক্র সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার ও ঝাড়্গ্রাম পাঠাগারে রাখা হয়েছে পুস্তকগুলি।